ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চিকিৎসা সেবা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা এবং চিকিৎসা সেবায় বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত এবং বিশ্লেষণ করা।

২. গবেষণা পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কি?

এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা। তবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে পরোক্ষ সূত্র হতে প্রাপ্ত পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎস হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি যেমন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা ইত্যাদি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার ধরনের মধ্যে রয়েছে, চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি, এবং গণমাধ্যম কর্মী। পরোক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ ২০১২; যেখানে ৬৪টি জেলায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী মোট খানা ছিল ৩,২০৮ এবং ২৮টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩টি, জেলা সদর হাসপাতাল ২৩টি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ২টি) ২৮টি রিপোর্ট কার্ড জরিপ; যেখানে মোট উত্তরদাতা ছিল ১৪,২৭৬। এছাড়াও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণা প্রতিবেদন, টিআইবি'র স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সভা, স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন, জাতীয় বাজেট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য পরবর্তীতে যাচাই করা হয়েছে।

৩. গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

গত ২৮ আগস্ট ২০১৪ গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়। তাদের মূল্যবান মতামত গ্রহণ করে পরবর্তীতে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হয়েছে।

৪. টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যেকেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

৫. টিআইবি কি উদ্দেশ্যে এধরনের গবেষণা পরিচালনা করে?

সরকারি বিভিন্ন সেবা খাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি যেমন জনগণকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল সেবা খাতে ও রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সরকারের প্রতিটি কাজে যদি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকে তবে সুশাসন তথা সুদৃঢ় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই সেবা খাতের সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করা এবং কার্যকর করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করাই এ ধরনের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

৬. নানা সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও টিআইবি এ ধরনের প্রতিবেদনের কাজ কেন চালিয়ে যাচ্ছে?

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টি এবং সর্বোপরি একটি সুশাসিত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জন-সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। টিআইবি প্রত্যাশা করে এই গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্য খাতে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সহায়ক হবে।

৭. এই প্রতিবেদনটি কোন সময়ের তথ্য তুলে ধরেছে?

২০১৩ সালের নভেম্বর থেকে আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করে এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়।

৮. স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে টিআইবি কতগুলো প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে?

টিআইবি শুরু থেকে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে নানা কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। কেবল পরিবর্তন প্রকল্পের আওতায় এ বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে মোট ৩৪টি সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড এবং জাতীয় পর্যায়ে "ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল: সুশাসনের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এছাড়া বর্তমান সরকারের বিগত মেয়াদে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে "স্বাস্থ্য সেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক দিনব্যাপী এক পরামর্শ সভার আয়োজন করে টিআইবি। সেইসাথে এ বছরের মার্চ মাসে এ বিষয়ে একটি পলিসি ব্রিফ বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়।

৯. এই প্রতিবেদনটি কোন কোন বিষয়ের ওপর তৈরি হয়েছে?

এ প্রতিবেদনে স্বাস্থ্য খাতে আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১০। স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের অনেক অর্জন রয়েছে, টিআইবি'র এই প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করবে কি?

টিআইবি'র প্রতিবেদনে প্রথমেই স্বাস্থ্যখাতের উল্লেখযোগ্য অর্জন এবং সরকারের গৃহীত ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। তবে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক উল্লেখযোগ্য অর্জন সত্ত্বেও এইখাতে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। সার্বিকভাবে এইখাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন, কারণ, মাত্রা ও প্রভাবসহ সুশাসনের সার্বিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে সহায়তার লক্ষেই টিআইবি'র এই গবেষণা। এই প্রতিবেদনে গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি ১৭ দফা বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ তুলে ধরেছে। এই সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যত বেশী অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে এই খাতের ইতিবাচক অর্জন ততই বাড়ানো সম্ভব হবে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় টিআইবি'র এই প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে কোনভাবেই ক্ষুণ্ন করবে না।

---সমাপ্ত---